সংবাদ

তারিখ 13 MAR 2013
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

বাউফলে শিক্ষার্থীদের নোট গাইড বই দিয়ে পাঠদান

প্রতিনিধি, বাউফল (পটুয়াখালী)

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ। কিন্তু পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে মাতিরপুর বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নোট-গাইড দিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করানো হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক-প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মীদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা নিয়ে নোট-গাইড বই কিনতে শিক্ষার্থীদের প্রলুব্ধ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত সোমবার বেলা ১১টার দিকে ওই বিদ্যালয়ে সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, পঞ্চম শ্রেণীর কক্ষে এক শিক্ষক পাঠদান করাচ্ছেন। ওই শ্রেণীর অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের হাতে পাঞ্জেরী নোট-গাইড বই দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রধান শিক্ষক তাদের ওই গাইড কিনতে বলেছেন। একই অবস্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতেও। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে রয়েছে জুপিটার, তৃতীয় শ্রেণীতে লেকচার ও চতুর্থ শ্রেণীতে প্রাপ্তি পাবলিকেশনের নোট-গাইড বই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি প্রকাশনার একজন বিক্রয়কর্মী বলেন, নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ হলেও ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ম্যানেজ করার পর তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বই কিনতে প্রলুব্ধ করা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হয়ে গাইড বই কিনতে অভিভাবকদের সঙ্গে পীড়াপীড়ি করছে এবং বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা নোট-গাইড কিনে দিচ্ছেন। এক অভিভাবক বলেন, তার ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ছেলে এসে বলে, হেড ম্যাডাম পাঞ্জেরী নোট-গাইড বই কিনতে বলেছেন। ছেলের পীড়াপীড়িতে তিনি বাধ্য হয়ে একটি গাইড বই কিনে দিয়েছেন।